# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

## (প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

**গৌরবের ইতিহাস কখনো ম্লান হয় না**
**ইতিহাসের সঠিক চাকা ইতিহাসের নিয়মে চালিত হয় - মেয়র**

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, গৌরবের ইতিহাস কখনো ম্লান হয় না, ইতিহাসের সঠিক চাকা ইতিহাসের নিয়মে চালিত হয়। ইতিহাসের সত্যকে কখনো মুছে ফেলা যায় না। ইতিহাসকে কখনো কখনো বিকৃতি করে কেউ বিভ্রান্ত করতে চাইলেও ইতিহাস বদলানো যায় না। আমাদের এই বঙ্গে অনেক নেতা ¯^াধীনতার জন্য লড়াই সংগ্রাম সহ অনেক রক্ত ঝরিয়েছেন কিন্তু কেউই এতে সফল হন নি। একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ¯^াধীনতা এনে দিতে পেরেছেন। এই কারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। এই বাঙালি নেতা যে ¯^প্ন দেখেছেন সে ¯^প্ন বাস্তবায়ন করা গেলেই প্রকৃত ¯^াধীনতার ¯^াদ পাবো। আজ শুক্রবার বিকেলে পোস্তারপাড় সিটি কর্পোরেশন বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।
পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আহŸায়ক মো. শফিউল আজম'র সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. জাবেদ। এতে আরো বক্তব্য রাখেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামছুল আলম, আহŸায়ক কমিটির সদস্য সচিব সাইফুল হাসান, নিজাম উদ্দিন আজাদ, শেখ আহমেদ জাহেদ, মো. মনির আলম, মো নাহিদ, এস.এম সালাউদ্দিন সামির প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, বিগত দুটি বছর করোনা মহামারির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান বাধ্য হয়ে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তবুও অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়েছিলো। এর সুফল শিক্ষার্থীরা ভালোভাবেই পেয়েছে বলেই ভাল ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এটিই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্য। তিনি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই ধরণের অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয় তারা স্মৃতিবিজোড়িত হয়ে পড়ে। কারণ স্কুলের যে স্মৃতি তা কখনো ভোলার নয়। তিনি আগামী প্রজন্মকে প্রযুক্তি ও সৃজনশীল শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে আগামীর নতুন চলার পথ তৈরী করতে এখন থেকে প্রস্তুতি নেয়ার আহŸান জানান।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কাউন্সিলর মো. জাবেদ বলেন, ২৩নং ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ২টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ২টি কলেজ রয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে অনেক সুনাম অর্জন করেছে এবারও তা অক্ষুন্ন রেখেছে। তিনি স্কুল চত্ত¡রে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য মেয়র মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

**বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন এবং বঙ্গবন্ধু সাহিত্য একাডেমীর আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মেয়র**
**মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়টি অনুভুতির বিষয় এটাকে লালন ও ধারণ করতে হবে**

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়টি অনুভুতির বিষয়। এটি কাগজে লেখা কিছু নয়, এটাকে ধারণ ও লালন করতে পারলেই নতুন প্রজন্মের ভেতর দেশপ্রেম জেগে উঠবে। এই চেতনা সত্যিকার অর্থে ধারণ করতে পারলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস স্বার্থক ও সফল হবে। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। সেই সাথে যে ৩০লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা সারাজীবন লালন করতে হবে। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিয়ে আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা ফাউন্ডেশন এবং বঙ্গবন্ধু সাহিত্য একাডেমীর যৌথ উদ্যোগ আজ শুক্রবার বিকেলে মোমিন রোডস্থ প্রিয়া কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।
বঙ্গবন্ধু সাহিত্য একাডেমীর পরিচালক জসিম উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও লায়ন আর.কে রুবেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন চ.বি'র উপ-উপাচার্য প্রফেসর বেনু কুমার দে, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সুকান্ত ভট্টাচার্য। এতে আরো বক্তব্য রাখেন, কবি আশীষ সেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ইদ্রিস, বাদশা মিয়া ও বিজয় একাত্তর সংগঠনের সভাপতি সজল চৌধুরী।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ৭৫'র ১৫আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ¯^পরিবারে হত্যার পর ইতিহাস বিকৃত করা হয়। আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিশু শ্রেণি হতে মিথ্যা ইতিহাস শিখানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার আবার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ্য বইতে তুলে ধারার কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের আজকের উন্নয়ন ও অগতির পেছনে রয়েছে মূলতঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান, তিনি বেঁচে থাকলে ইতোমধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতো আমাদের দেশ।
উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ৭মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে আমার ভাই সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরীকে হারিয়েছি। এইরকম লাখো শহীদের আত্মাহুতির বিনিময়ে যে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করেছি তা সোনার বাংলায় রূপান্তর করা গেলেই তাদের এই ত্যাগ বৃথা যাবে না।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর বেনু কুমার দে বলেন, আজকের নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে স্বাধীনতার প্রকৃত ফল পাওয়া যাবে। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
সভা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন চসিক মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

**স্বাক্ষরিত/-**
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩